কোটচাঁদপুরে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজের প্রধান অতিথি ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শরিফুজ্জামান তুুহিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিষ্ঠাতা এডহক কমিটির সদস্য কামরুন্নাহার, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সাবেক মেয়র এস.কে.এম সালাহ উদ্দীন বুলবুল সিডল,এডহক কমিটি বিদ্যোৎসাহী সদস্য রবিউল ইসলাম।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অত্র কলেজের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম মিন্টু, জাহাঙ্গীর হোসেন,নজরুল ইসলাম মিন্টু, সাইদুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, মমতাজুর রহমান, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান, জামাল সরদার ।

উদ্বোধনের আগে অনুষ্ঠিত হয় দলীয় নিত্য ও আলোচনা সভা। এরপর অতিথিবৃন্দ উদ্বোধন করেন বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক হাসিনা ফেরদৌস।

অপারেশনে ডেভিল হান্ট কোটচাঁদপুরে একজন আটক

ডেভিল হান্ট অপারেশনে কোটচাঁদপুরে একজনকে আটক করেছেন যৌথ বাহিনী। তিনি উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক।

গতকাল মঙ্গলবার রাত দশটার দিকে স্থানীয় ফুলবাড়ি সমাজ কল্যান বাজার থেকে আটক করা হয় বলে জানিয়েছেন ওসি কবির হোসেন মাতুব্বর।

জানা যায়, গেল তিন দিন ধরে সারা দেশে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় কোটচাঁদপুরেও চলছে অভিযান। গেল তিন দিনে ওই অপারেশনে যৌথবাহিনি হাতে একজন আটক হয়েছে। তিনি হলেন সাইফুল ইসলাম (৩০)। সে কোটচাঁদপুর উপজেলার ফুলবাড়ি গ্রামের মৃত মহাসিন মেম্বরের ছেলে। সে উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার (এসআই) জোহা বলেন, শহিদুল ইসলামকে গেল ২৪ সালের একটি মামলায় আটক করা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৩৫,তারিখ -২৭-১০-২৪। ওই মামলায় এই প্রথম একজন আটক করা হয়েছে। বুধবার সকালে তাকে আদালতে মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, এটা ঝিনাইদহ সদর থানার একটি মামলার আসামি। আমরা তাঁকে ধরতে সহায়তা করেছি মাত্র।

তিনি বলেন, শহিদুল ইসলামকে ফুলবাড়ির সমাজ কল্যান বাজার থেকে আটক করা হয়। সে উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোটচাঁদপুরে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা চাওয়ায় দলিল লেখা বন্ধ

কোটচাঁদপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দলিল লেখক ও সাব-রেজিস্ট্রারের মধ্যে দরকষাকষির একপর্যায়ে ক্ষোভে দলিল লেখা বন্ধ করে দেন দলিল লেখকরা। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীরা চরম বিপাকে পড়েন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) হস্তক্ষেপে ছয় ঘণ্টা পর কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সপ্তাহে দুই দিন জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। সেখানে দায়িত্বে আছেন সাব-রেজিস্ট্রার তামিম আহম্মেদ চৌধুরী। বুধবার সকালে তিনি দলিল লেখকদের অফিসে ডাকেন এবং জমি রেজিস্ট্রির অতিরিক্ত টাকা চাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় দলিল লেখকদের ওপর অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চাপ প্রয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

দলিল লেখক সমিতির সভাপতি বদর উদ্দিন জানান, “সকালে সাব-রেজিস্ট্রার আমাদের ডেকে বলেন, ওয়ারিশের জমির দলিলে অতিরিক্ত টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন অজুহাতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নিতে বলেন। আগে ওয়ারিশ সংক্রান্ত ফি ৫ হাজার টাকা নেওয়া হতো, কিন্তু এখন আরও বেশি নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।”

এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দলিল লেখকরা অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং দলিল লেখা বন্ধ করে দেন। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

হরিণদিয়া গ্রামের শফিকুল ইসলাম ও রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের আবুল কালাম আজাদ বলেন, “আমরা জমি রেজিস্ট্রি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু অফিস থেকে ওয়ারিশ সংক্রান্ত ফি বাবদ ১০ হাজার এবং প্রত্যয়ন ফি বাবদ আরও ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। তবে সাব-রেজিস্ট্রার সরাসরি টাকা নেন না, অফিসের বড় বাবু আবদুল মালেক ও টোটন নামের এক ব্যক্তি টাকা নেন।”

সাব-রেজিস্ট্রার তামিম আহম্মেদ চৌধুরী তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “সকালে দলিল লেখকদের ডেকে জমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি একটি বিষয় বলার পর তারা রাজি হননি। পরে আমি তাদের চলে যেতে বললে তারা বাইরে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দলিল লেখা বন্ধ করে দেন। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।”

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অপু কুমার বিশ্বাস জানান, “ওসি স্যার আমাকে জানান, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সমস্যা হচ্ছে। খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক পাই। এখনো পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।”

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনিসুল ইসলাম বলেন, “এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাব-রেজিস্ট্রার। এ বিষয়ে তার সঙ্গেই কথা

বলুন। আমার কোনো মন্তব্য নেই।”

পরবর্তীতে ইউএনওর মধ্যস্থতায় দলিল লেখকরা আবার দলিল লেখা শুরু করেন, ফলে ছয় ঘণ্টা পর জমি রেজিস্ট্রি কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়।

কোটচাঁদপুরে তিনশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার

ঝিনাইদহ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে কোটচাঁদপুর সুইপার পাড়ায় অভিযান চালিয়ে তিনশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তবে এই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিমা রানী ও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার মধ্যে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র জানায়, মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কোটচাঁদপুর সুইপার পাড়ায় অভিযান চালিয়ে তিনশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

অভিযানের সময় অভিযুক্ত প্রতিমা রানী পালিয়ে যান, তবে ঘটনাস্থল থেকে এক মাদক সেবনকারীকে আটক করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অভিযুক্ত প্রতিমা রানী দাবি করেন, সুইপার পাড়ায় মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাসোহারা নেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, “আমি একসময় ব্যবসা করতাম এবং তাদের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল। কিন্তু এখন আর ব্যবসা করি না, তাই তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এজন্যই তারা অভিযানের আগেই সংবাদ পেয়ে যায় এবং আমাকে ফাঁসাতে চায়।”

তিনি আরও বলেন, “কয়েক দিন আগে আমার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না, কিন্তু তারা আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাঁজা দিয়ে চালান দেয়। আজও তারা আমার বাসায় কিছু পায়নি। উদ্ধার

হওয়া গাঁজা আমার নয়, বরং সেটা আমার প্রতিবেশী উমার। তারা উমার ঘর থেকে গাঁজা উদ্ধার করেও আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।”

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, “আমরা প্রতিমার ঘর থেকে গাঁজা উদ্ধার করেছি, কিন্তু তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।”

অন্যের গাঁজা দিয়ে প্রতিমাকে ফাঁসানো হচ্ছে এমন অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, “এটা কখনও হয় নাকি! আমরা প্রতিমার ঘর থেকেই গাঁজা উদ্ধার করেছি। এখন তিনি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন।”

মাদক ব্যবসায় মাসোহারা নেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “এ বিষয়ে আমার কোনো তথ্য নেই।”

তিনি আরও জানান, “অভিযানের সময় একজন মাদক সেবনকারীকে আটক করা হয়েছিল। তবে বয়স বেশি হওয়ায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।”

কোটচাঁদপুরে তারুণ্যের উৎসব উদযাপিত

এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ এ প্রতিপাদ্যে কোটচাঁদপুরে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্য সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমীতে দিনব্যাপী চলে পিঠা উৎসব।

পিঠা উৎসবে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমী প্রধান শিক্ষক আমীন উদ্দিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান বাবুল,ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক এসকে ফয়েজ আহমেদ রিয়ন,যুগ্ন আহবায়ক হাসান তারেক।

পিঠা উৎসবে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ১০টি স্টোল দেন। স্টোল গুলোয় সাজানো ছিল বাহারি সব ধরনের পিঠা।যা প্রায় বিলিন হতে চলেছে।

এদিকে পিঠা উৎসবের খবরে বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন ওই এলাকার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা। আসেন এলাকার যুব বৃদ্ধারাও। এই পিঠা উৎসবকে ঘিরে বিদ্যালয়ে তৈরি হয় এক মিলন মেলা। চলে পিঠা কেনা বেচার ধুম। যা কিনতে ও খেতে পেরে খুশি সবাই। এমন পিঠা উৎসব প্রতিবছর হক দাবী মেলায় আসা ক্রেতা ও দর্শণার্থীদের। তাদেরই একজন সাবদারপুর এস ডি কলেজের ছাত্র আসিফ হোসেন।তিনি বলেন,এমন পিঠা উৎসব আগে কখনও দেখিনি। খবর পেয়ে দেখতে আসলাম। মেলায় আসতে পেরে খুব খুশি লাগছে। প্রতি বছর এমন মেলা হলে ভাল হয়।ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুমাইয়া খাতুনও চাই প্রতি বছর মেলা হক। খুশি তিনিও। তবে পিঠার নাম বলতে পারেনি মেলায় আসা ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের অনেকে।

কোটচাঁদপুর তারুণ্যের উৎসব পালিত

এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ এ প্রতিপাদ্যে কোটচাঁদপুরে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন আয়োজন করেন ভূমি বিষয়ক সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতা।

সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, একাডেমি সুপারভাইজার ফারুক হোসেন, সহকারী পাট কর্মকর্তা বাবুল হোসেন, উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা শিহাব হোসেন।

এরপর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী কুইজে অংশ গ্রহন করেন। এ সব স্কুলের মধ্যে কুইজে প্রথম হয়েছেন এলাঙ্গী মফেজ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র খাব্বাব বিন আব্বাস। দ্বিতীয় হয়েছেন, কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র আরেফিন সিদ্দিকী ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাওফিক আহমেদ।

পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

কোটচাঁদপুরে জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালিত

কোটচাঁদপুরে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমারে ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে দিবসটি পালন করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবু বক্কর বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা একরামুল হক, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান খোকন, সাবেক কমিশনার শারাফত হোসেন পুটকে, পৌর যুব দলের সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব শাহানুর রহমান সাহান।

পরে ৮৯ তম জন্মবার্ষিকীর কেক কাটেন দলীয় নেতা- কর্মীরা। এরপর দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক বাঁধন রাজবীর (নিশু)।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী দেখতে আসেন মেহেদী হাসান

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী দেখতে আসেন ঝিনাইদহে- ৩ আসনের সম্ভব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও মহেশপুর উপজেলা বিএনপির

সভাপতি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (রনি)।

শনিবার বিকেলে পরিদর্শনে আসেন তিনি। এ সময় তিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। খোঁজ খবর নেন চিকিৎসাধীন রোগীদের।

জানা যায়, রোগী দেখতে ও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করতে আসেন ঝিনাইদহে- ৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (রনি)।

এ সময় তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ফারুক হোসেন (খোকন), মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, পৌর যুব দলের সদস্য সচিব সেলিম রেজা (মধু), পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক বাধন রাজবীর (নিশু)।

এরপর তিনি কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। খোঁজ খবর নেন চিকিৎসাধীন রোগীদের। মেহেদী হাসান রনি ঝিনাইদহ -৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম শহিদুল ইসলাম মাস্টারের বড় ছেলে। তিনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ – ৩ আসন থেকে সংসদ নির্বাচনে সম্ভব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী বলে দলীয় সুত্রে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে জমি নিয়ে সহিংসতার শিকার শিম ক্ষেত

জমি নিয়ে বিবাদে প্রতিপক্ষরা কেটে সাবাড় করেছেন কৃষকের এক বিঘা ধরন্ত শিমের ক্ষেত। ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মকছেদ মোড় সংলগ্ন মাঠে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় থানায় গতকাল শুক্রবার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী কৃষক।

ভুক্তভোগী কৃষক গোলাম হোসেন বলেন,দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে আমি জমিটি ভোগ দখল করে আসছি। এর পরিবর্তে তারাও একটা জমি দখল করে খাচ্ছেন। এখন এই জমির দাম বেড়ে যাওয়ায়, তারা দখল নিতে বিভিন্ন তালবাহানা

শুরু করেছেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে তারা আমাকে আমার শীমের ক্ষেত থেকে জোর পূর্বক ধরে নিয়ে মকছেদ মোড়ে যায়।

এরপর আমাকে লোহার বড় ও বাঁশের লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিঠিয়ে জখম করেন। পরে আমি স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার হয়ে হাসপাতালে যায়। তিনি বলেন,প্রতিপক্ষরা আমাকে পিটিয়ে শান্ত থাকেননি। তারা ওই জমি দখল নিতে জমিতে থাকা শীম গাছ কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন। আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন শীমের মাচায় থাকা বাশ, দড়ি, লতায়। এরপর শুক্রবার রাতের অন্ধকারে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করেছেন ওই জমি। বিষয় নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় ৪ জনের নামে অভিযোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন ওই কৃষক।

অন্যদিকে নজরুল ইসলাম ও তাজুল ইসলাম জমি ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করে দেবার কথা স্বীকার করলেও অস্বীকার করেছেন মারপিট করা ও শীম গাছ কেটে দেয়ার বিষয়টি। তারা বলেন, শীম গাছ তারাই কেটে দিয়েছেন। আর পাশের গরু ছাগলে কিছু নস্ট করেছেন। আর আমরা তাদেরকে মারধর করিনি, বরং তারাই আমাদের মারপিট করেছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহ উপ-পরিদর্শক (এএসআই) কুদ্দুস আলী বলেন, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের কিছু করার নাই। তবে যে মারামারির ঘটনায় আইনগত যা হয় সেটা করা হবে। আজ বিকেলে ঘটনাটি নিয়ে বসার কথা আছে। দেখা যাক কি দিয়ে কি করা যায়।

তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে যা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে, জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাদের নিজেদের ঝামেলা দীর্ঘদিনের। ঘটনাটি নিয়ে বেশ কয়েক বার বিচার সালিশও হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে মেশিন বিস্ফোরণে তদন্ত শুরু করেছেন চার সদস্যের

তদন্ত কমিটি

কোটচাঁদপুরে কাঠ বয়লার মেশিন বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছেন,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম সিদ্দিককে প্রধান করে চার সদস্যের কমিটি। গত বুধবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কমিটির সদস্যরা। জানা যায়,গেল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫ টার সময় বিস্ফোরন ঘটে কাঠ বয়লার করা মেশিনটি। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান দুই কাঠ শ্রমিক। আহত হন আরো এক শ্রমিক।

ক্ষতিগ্রস্থ্য হন পাশের জাহাঙ্গীর হোসেন মাস্টারের বাড়ির প্রাচীর,ল্যাট্রিন ও হাকিমের ইজিবাইক।

ওই ঘটনায় গঠিত হয়েছে তদন্ত কমিটি। কমিটির প্রধান করা হয়েছে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম সিদ্দিক কে। কমিটির অন্য তিন সদস্যের মধ্যে রয়েছে,জেলা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস,উপমহাপরিদর্শক কলকারখানা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আরিফুজ্জামান ও উপসহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ঝিনাইদহের আব্দুস সালাম। মঙ্গলবার ওই কমিটির সদস্য তদন্তে আসেন কোটচাঁদপুরে। তদন্ত প্রসঙ্গে জানতে চাইলে, কমিটির প্রধান ও ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম সিদ্দিক বলেন,
,ঘটনাটি তদন্তে চার সদস্যের কমিটি করা হয়েছে। তদন্তে প্রাথমিক ভাবে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। দেখা গেছে মেশিন মালিকের কোন লাইসেন্স নাই। তিনি শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছিলেন। যে ট্রেড লাইসেন্স আমরা পেয়েছি সেটারও মেযাদ নাই। এ ছাড়া ওই মেশিন বসানোর কোন অনুমতিই নাই মিজানুর রহমানের। তিনি পুরাতন মেশিন বসিয়ে মঙ্গলবারই কাজ শুরু করেছিলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, এ ধরনের মেশিন চালাতে হলে টেকনোলজিষ্ট প্রয়োজন হয়। তা তিনি রাখেননি।তিনি নিজেই মালিক, অপারেটর,ও টেকনোলজিষ্ট। ওই ঘটনার পর থেকে তিনি পালিয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথমত ওনার নামে কলকারখানা আইনে মামলা হবে। এরপর ওনান পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন ছাড় পত্র নেননি। পরিবেশ অধিদপ্তরও একটা মামলা করতে পারেন। এ ছাড়া আর কেউ কোন মামলা করবেন কিনা সেটা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। তদন্ত শুরু হয়েছে, তদন্ত শেষে আরো বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। মিজানুর রহমান (মিজান) ওই মেশিনের মালিক। তিনি কোটচাঁদপুর পারলাট গ্রামের আব্দুল

বারেকের ছেলে।

ঘটনার পর থেকে তিনি আত্ম গোপনে রয়েছে। ১০ বছর হল তিনি আর্দশপাড়ার মিন্টু মিয়ার জায়গা ভাড়া নিয়ে কাঠের গোলা করেন। গেল সপ্তাহে নিয়ে আসেন কাঠ বয়লার মেশিনটি। সব প্রস্তুতি শেষ করে মঙ্গলবার কাজ শুরু করেন মিজানুর রহমান।